চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সচিবালয় বিভাগ
সাধারণ শাখা
www.ccc.gov.bd

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত
৬ষ্ঠ সাধারণ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	: ডা. শাহাদাত হোসেন মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	: ৩ সেপ্টেম্বর ২০২৫খ্রি.
সময়	: বেলা ১১.৩০ মিনিট
স্থান	: কনফারেন্স হল,চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

সভাপতি চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির উপস্থিত সকল সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দকে শুভেচ্ছা জানিয়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জনাব শেখ মুহম্মদ তৌহিদুল ইসলামকে সভার কার্যক্রম শুরুর আহ্বান জানান।

শুরুতে সভার আলেচ্যসূচি সমূহ উপস্থাপন করা হলে সভাপতি চট্টগ্রাম নগরীকে পরিকল্পিত নগরী হিসেবে গড়ে তুলতে সকলসেবা সংস্থার পরামর্শ ও সমন্বিত পদক্ষেপ কামনা করেন। তিনি পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রমকে গতিশীল করে চট্টগ্রাম নগরীকে ক্লিন গ্রীণ সিটিতে গড়ার প্রয়াসে গৃহস্থালি আবর্জনা ডোর টু ডোর শ্রমিকদের মাধ্যমে সংগ্রহে আবাসিক এলাকায় বাসাপ্রতি মাসিক ৭০/- (সত্তুর) টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এ ক্ষেত্রে শিল্প কলকারখানার ফি আলাদাভাবে নির্ধারণ করা হবে। এসময় প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা বাসাবাড়ি থেকে গৃহস্থালী ময়লা সংগ্রহে কর্পোরেশনের কোন আইন নাই বলে সভাকে অবহিত করে বলেন এ জন্য দরপত্রের মাধ্যমে ভেন্ডর নিয়োগ করে ময়লা আবর্জনা সংগ্রহ করা হচ্ছে। এভাবে বাসাবাড়ি, দোকান থেকে সংগৃহীত ময়লা আবর্জনা এসটিএস বা সেগেন্ডারি টেনসিং স্টেশনে আনা হয়। তারপর এসব আবর্জনা নগরীর দুটি গার্ভেজ (হালিশহর আনন্দবাজার ও আরেফিন নগর) টিজি ও বা টিজিতে নিয়ে রাখা হয়।

সভাপতি নির্ধারিত ৭০/- (সত্তুর) টাকার বেশি যদি কেউ আদায় করে তাহলে সেই প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহন ও ময়লা সংগ্রহে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হবে বলে জানান । তিনি গৃহস্থালি আবর্জনা সংগ্রহের পূর্বে ডোর টু ডোর শ্রমিকদের কোন নীতিমালা ছিলো না, জানিয়ে বর্তমানে একটি নীতিমালা তৈরি করে দেয়া হয়েছে বলে উল্লেখ করেন ।

সভায় মোবাইল বা ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে ডোর টু ডোরের মাধ্যমে আবর্জনা সংগ্রহের কাজে নিয়োজিত ভেন্ডরদের কোন টাকা আদায় না করতে বলেন সভাপতি। তিনি বলেন, ভ্রাম্যমাণ দোকান থেকে যদি কোন টাকা আদায় করা হয় তাহলে তাদের বৈধতা দেয়া হবে। তিনি নগরীর সড়ক-ফুটপাত দখল করে হকারদের ভ্রাম্যমাণ দোকান স্থাপনের মাধ্যমে ব্যবসা পরিচালনা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেন, এতে যানজট সৃষ্টির

Scanned with CamScanner

পাশাপাশি জনদুর্ভোগ বাড়ে। সভাপতি ইতোমধ্যে নগরীর বাণিজ্যিক এলাকা খ্যাত আগ্রাবাদ শেখ মুজিব রোড,চকবাজার ও বেশ কিছু এলাকায় সড়ক-ফুটপাথ দখল করে থাকা অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয়েছে বলে সভায় জানান। সভাপতি প্রয়োজনে হকারদের জন্য নাইট মার্কেট চালুর ব্যবস্থা করার পাশাপাশি ফুটপাতে পে-পার্কিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে বলে উল্লেখ করেন।

সভাপতি চট্টগ্রাম নগরীকে ক্লিন গ্রীণ সিটি হিসেবে গড়ে তুলতে সৌন্দর্য্যবর্ধনে রাস্তার মিড আইল্যান্ডে কি ধরণের গাছ ও ফুলের চারা লাগালে ভালো হয় সে ব্যাপারে সভায় উপস্থিত সদস্যদের কোন পরামর্শ থাকলে জানানোর অনুরোধ করেন।

তিনি যততত্র গাড়ি পার্কিং ও ট্রাফিক সার্জেন্টরা দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে সক্রিয় না থাকায় নগরীতে যানজট সৃষ্টি হচ্ছে সভায় জানান। এ সময় তিনি নতুন ব্রিজ (শাহ আমানত সেতু) এলাকায় সড়ক দখল করে যততত্র গাড়ি পার্কিং সমস্যার সমাধানে চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের যথাযথ পদক্ষেপ কামনা করেন।

সভার আলোচ্যসূচি অনুসারে সভায় নিম্নোক্ত বিষয়াদি আলোচনা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১.নগর ভবন সম্প্রসারণে এওয়াজনামা ও বাজার মূল্যে জমি ক্রয় : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন আন্দরকিল্লা নগর ভবনের পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬.৯৬ শতক জমির সাথে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মালিকানাধীন ৫.৫৬ শতক জমি এওয়াজ ও ১.৪০ শতক জমি বাজার মূল্যে ক্রয়ের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। **তফসিল-১** মৌজা:বটতলী, থানা: কোতোয়ালী, জেলা : চট্টগ্রাম বি.এস. দাগ নং ৩৯১১, জমির পরিমান : ৩.৩১শতক। মৌজা : রহমতগঞ্জ, থানা: কোতোয়ালী, জেলা : চট্টগ্রাম, বি.এস. দাগ নং-১৮১৩,জমির পরিমান : ২.২৫ শতক। **তফসিল-২** মৌজা : রহমতগঞ্জ, থানা: কেতোয়ালী, জেলা: চট্টগ্রাম, বি.এস. দাগ নং-১৮১৪ ও ১৮১৫,	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আন্দরকিল্লাস্থ নগর ভবন সম্প্রসারণের লক্ষ্যে পুরাতন ভবন ভেঙে আধুনিক বহুতল ভবন নির্মাণের জন্য পার্শ্ববর্তী ব্যক্তি মালিকানাধীন ৬.৯৬ শতক জমির মধ্যে ৫.৫৬ শতক জমি এওয়াজনামা বা বিনিময়ের মাধ্যমে ও ০১.৪০ জমি বাজার মূল্যে ক্রয়ের বিষয়ে উপস্থাপন করা হলে সভায় উপস্থিত সকলের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪।এষ্টেট অফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশ

Scanned with CamScanner

জমির পরিমান: ৫.৫৬ শতক এওয়াজ ও ১.৪০শতক ক্রয়		
২. বায়েজিদ কুঞ্জছায়া আবাসিক ও বায়েজিদ শিল্প এলাকার সংযোগস্থলে রাস্তা সম্প্রসারণে ভূমি ক্রয় : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২ নং জালালাবাদ ওয়ার্ডস্থ পূর্ব নাছিরাবাদ মৌজার বায়েজিদ থানাস্থ কুঞ্জছায়া আবাসিক ও বায়েজিদ শিল্প এলাকার সংযোগস্থলে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য ৮.৪০ শতক ভূমি ক্রয়ের বিষয়ে আলোচনা হয়। এসময় সভায় উপস্থিত সড়ক ও জনপথের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব জাকির হোসেন জানান তিনি আলোচ্য এলাকার জমি অধিগ্রহন কমিটির সদস্য। আলোচনায় আসা তফসিলভুক্ত জমি অধিগ্রহনে কোন সমস্যা হবেনা বলে তিনি সভাকে অবহিত করে বলেন, কারণ রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য যে জমিটা নেয়া হচ্ছে তা সরকারি সংস্থাগুলো অধিগ্রহন করে তিনগুণ বাজার মূল্যে। কিন্তু কুঞ্জছায়ার জমিটা পৈত্রিক সম্পত্তি। এই জমির মালিকানায় মেয়েদের যে ভাগটুকু আছে তা তিন বোন তাদের ভাইদের কাছ থেকে দখল পাচ্ছেন না বিধায় তারা মৌজা মূল্যে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাছে বিক্রি করতে চান। এক্ষেত্রে কর্পোরেশন যেহেতু সরকারি সংস্থা তাহলে জায়গাটা দখলে নেয়া সমস্য হবে না মনে হয়। অথবা সরকারি সংস্থা হিসেবে আমরা জমির দখলটা নিয়ে দিতে পারি।	উক্ত রাস্তা সম্প্রসারণে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান অধিগ্রহন সময় সাপেক্ষ, তাই কর্পোরেশন জমির মালিক থেকে মৌজা দরে কিনে নিবে। আলোচনান্তে উক্ত জমি মৌজা মূল্যে ক্রয়ের সিদ্ধান্ত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪। এস্টেট আফিসার চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরশেন।

Scanned with CamScanner

তফসিল মৌজা : পূর্ব নাছিরাবাদ, থানা : পাঁচলাইশ, জেলা : চট্টগ্রাম। জে এল নম্বর -৩, আর এস খতিয়ান নম্বর : ৬, আর এস দাগ নম্বর ১০০৯, বি.এস. খতিয়ান নম্বর ২৫৯, বিএস নামজারী খতিয়ান নম্বর : ৫০০১, বি.এস দাগ নম্বর ৭১০, জমির পরিমান -৮.৪০ শতক		
৩. আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পটি পুণঃরায় চালুর অনুমোদনের আগ পর্যন্ত চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে চালু রাখা: ২০২০ সালে আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার সার্ভিসেস্ ডেলিভারী প্রজেক্ট-২য় পর্যায়ে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্যবিভাগ'র মাধ্যমে নগরীর ১২টি ওয়ার্ডে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য অংশীদারিত্ব চুক্তি-১ ও ৩ বিভাজনের মাধ্যমে সমঝোতা স্মারক (MoU) চুক্তি স্বাক্ষর করা হয়। নির্ধারিত অন্য ০৫টি ওয়ার্ডে অংশীদারিত্ব চুক্তি-২ এর আওতায় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দরপত্রের মাধ্যমে বেসরকারি সংস্থা উন্নয়ন সংস্থা 'মমতা'-কে নির্বাচিত করে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য বিভাগের তত্ত্বাবধানে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম পরিচালনার জন্য দায়িত্ব প্রদান করা হয়। প্রকল্পটির মেয়াদ গত ৩০ জুন, ২০২৫ খ্রি.তারিখে সমাপ্ত হয়েছে। **প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০২৬ খ্রি. নাগাদ পুণঃরায় চালু হবে** বলে স্থানীয় সরকার বিভাগের নগর উন্নয়ন-১ শাখার অধীনে স্থানীয় সরকার বিভাগ সূত্রে জানা গেছে।	আলোচনান্তে নতুন প্রকল্প চালুর আগ পর্যন্ত প্রকল্পে নিয়োজিত ১৮৬ জন কর্মকর্তা কর্মচারীর বেতনভাতা, ওষুধ ও অন্যান্য খরচসহ আয় এবং (সরকারি অনুদান ব্যতিত) নির্বাহে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল হতে আনুমানিক ২ কোটি টাকা বরাদ্দের বিষয় সর্বসম্মতিতে অনুমোদিত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)

Scanned with CamScanner

এমতবস্থায় নতুন প্রকল্প চালু হওয়ার আগ পর্যন্ত আরবান প্রাইমারী হেলথ কেয়ার প্রকল্পে নিয়োজিত ১৮৬ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীর বেতনভাতা, ওষুধ ও অন্যান্য খরচসহ আয় এবং সরকারি অনুদান ব্যতিত আনুমানিক ২ কোটি টাকা কর্পোরেশনের নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয়ের অনুমোদনের বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা জানান প্রকল্পটি চালু রাখতে সরকার কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেছে। এজন্য মেয়র মহোদয় একটি কমিটি করে দিয়েছেন। সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জনাব জাকির হোসেন প্রকল্পের আওতাধীণ বর্তমান জনবলকে ২০১৩ সালের ন্যায় আত্মীকরণ করা হবে কিনা , জানতে চেয়ে সভায় প্রশ্ন করলে কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আত্মীকরণ করা হবেনা জানিয়ে বলেন, শুধু প্রকল্পটি পরিচালনা করা হবে। কারণ প্রকল্পের অধীন ১০ টি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র ও ২টি হাসপাতাল চালু আছে, এগুলো চালু রাখলে দরিদ্র জনগোষ্ঠী উপকৃত হবে। কারণ এখানে অনেকটা ফ্রিতে চিকিৎসাসেবা পান দরিদ্র জনগণ।		
৪. কনসালটেন্ট, সার্জন ও চিকিৎসকদের সম্মানী বর্ধিতকরণ : চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য বিভাগ পরিচালিত হাসপাতালগুলোতে কর্মরত চিকিৎসকদের অনেকেই অবসরে চলে গিয়েছেন। সেজন্য অন কলে	বিস্তারিত আলোচনা শেষে কনসালটেন্ট, সার্জন ও চিকিৎসকদের সম্মানী বর্ধিতকরণের প্রস্তাব অনুমোদিত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)

চিকিৎসক আনা প্রয়োজন হলেও সম্মানীর টাকা কম হওয়াতে কেউ আসতে চান না। এজন্য চিকিৎসকদের একটি প্যানেল তৈরি করা আছে জানিয়ে ভারপ্রাপ্ত প্যানেলের তালিকা থেকে ধারাবাহিকভাবে রোগী প্রতি অন কলে ডাকা হবে। এ ক্ষেত্রে প্রফেসরের বর্তমান ফি ৫০০০/- (পাঁচ হাজার) থেকে ৭০০০/-(সাত হাজার), এসোসিয়েট প্রফেসর/এসিটেন্ট প্রফেসর/ সিনিয়র কনসালটেন্ট ৪০০০/- (চার হাজার) থেকে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার) জুনিয়র কনসালটেন্ট ৩০০০/-(তিন হাজার) থেকে ৪০০০/-(চারহাজার) এমবিবিএস উইথ ট্রেনিং ২০০০/-(দুই হাজার) থেকে ৩০০০/-(তিন হাজার) এনেসথেসিস্ট (কনসালটেন্ট) ১৫০০/- (এক হাজার পাঁচশত) থেকে ২৫০০/- (দুই হাজার পাঁচশত) টাকায় উন্নীত করার প্রস্তাব ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা সভায় উত্থাপন করেন।		
৫.স্বাস্থ্য বিভাগের বিভিন্ন হাসপাতাল ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদার আলোকে পার্টটাইম চিকিৎসক, টেকনিশিয়ান, খাদ্য পরীক্ষাগারে জনবল ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পার্টটাইম প্রভাষক নিয়োগ: চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কর্মপরিধি অনুযায়ী নতুন কোন জনবল কাঠামো (Organogram) অনুমোদন করানো যায়নি বলে নতুন পদ সৃষ্টি করা খুবই টাফ! কিন্তু আগামী দুই তিন মাসের মধ্যে সিনিয়র কয়েকজন চিকিৎসক অবসরে যাবেন। তাই চিকিৎসাসেবা কার্যক্রম	আলোচনা শেষে পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্তের প্রস্তাব সর্বসম্মতিতে গৃহীত হয়।	১। মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩। প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

Scanned with CamScanner

সাময়িকভাবেও যাতে ব্যহত না হয় সে জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনকে জনস্বার্থে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম অব্যাহত রাখা লাগবে জানান কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা। এক্ষেত্রে সভার উপস্থিত সদস্যদের অনুমোদনে পার্টটাইম চিকিৎসক টেকনিশিয়ানের পাশাপাশি শিক্ষা বিভাগে পার্টটাইম প্রভাষক নিয়োগের বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা হয়। উল্লেখ্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অধীনে ৮০ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে। এর মধ্যে একটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রায় ৮৫ হাজার শিক্ষার্থী পড়াশোন করে। কিন্তু অর্গানোগ্রাম অনুমোদন না হওয়ায় স্বাস্থ্য বিভাগের ন্যায় শিক্ষা বিভাগে শিক্ষক নিয়োগ করা যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় পার্টটিইম শিক্ষক ও চিকিৎসক নিয়োগ করা হলে আত্মীকরণের কোন বিষয় আর আসবে না। আলোচনায় কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী বিষয়টি অর্থ বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভায় অনুমোদন নিলে সাপোর্ট পাওয়া যাবে বলে উল্লেখ করেন। যাতে শিক্ষক, চিকিৎসকের সংখ্যা ও সম্ভাব্য বেতনভাতাদি কতো আসতে পারে তা জানা যাবে।		
৬. নগরীর বিভিন্ন খাল নালায় বেষ্টনী স্থাপন: সাম্প্রতিক সময়ে নগরীর চকবাজারস্থ কাপাসগোলা হিজরা খাল ও হালিশহর আনন্দিপুরে ভারি বর্ষণে নালায় পড়ে শিশু মৃত্যুর দুর্ঘটনাসহ এরকম আরো দুর্ঘটনায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন	আলোচনান্তে কমিটির সুপারিশের আলোকে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ও সিডিএর আওতাধীন চট্টগ্রাম নগরীর সকল ঝুঁকিপূর্ণ খাল-নালা চিহ্নিত করে নিরাপত্তা বেস্টনী স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রকল্প পরিচালক চট্টগ্রাম নগরীর জলাবদ্ধতা নিরসন সংক্রান্ত প্রকল্প। সেনাবাহিনীর ৩৪ ইঞ্জিনিয়ার কনস্ট্রাকশন ব্রিগেড,চট্টগ্রাম।

Scanned with CamScanner

সিডিএ ওয়াসা নগর পরিকল্পনাবিদসহ বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে কয়েকটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। কমিটি দুর্ঘটনার কারণ নির্ণয় ও ভবিষ্যতে এ ধরণের দুর্ঘটনা এড়াতে বেশ কিছু সুপারিশ পেশ করে ন। সুপারিশে জননিরাপত্তায় আশু করণীয় কি তা জলাবদ্ধতা প্রকল্পের কাজে দায়িত্ব প্রাপ্ত সংস্থা ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনসহ সেবা সংস্থাগুলো নিজেরা সমন্বয় করে সম্পাদন করবে বলে আলোচনায় উল্লেখ করা হয়। এসময় জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী চাঁন্দগাও আবাসিক এলাকার বড় ড্রেনের পাশে কর্পোরেশ দেয়া বেস্টনি নড়বড়ে বলে জানিয়ে স্থায়ী বেস্টনি দেয়ার ব্যবস্থা করার প্রস্তাব দেন। এসময় স্বাস্থ্য বিভাগের পরিচালক নগরীর বিভিন্ন স্থানে সার্ভিস ড্রেনের ভিতর দিয়ে ওয়াসাসহ বিভিন্ন সেবা সংস্থার ইউটিলিটির সংযোগ পাইপ লাইন নিয়ে যাওয়ায় পানি প্রবাহে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে জানিয়ে তা অতিদ্রুত অপসারণের প্রস্তাব করে বলেন তা না হলে নির্বিঘ্নে পানি চলাচল ব্যহত হয়ে জলজট সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সভায় ওয়াসা ও সিডিএর কোন প্রতিনিধি সভায় উপস্থিত না থাকায় সভাপতি ক্ষোভ প্রকাশ করেন।		৩। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ৪। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৫। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৬। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম ওয়াসা ৭। বিটিআরসি চট্টগ্রাম
৭. নগরীর ক্ষতিগ্রস্ত বিভিন্ন সড়ক সংস্কার ও উন্নয়ন : রাস্তা সংস্কারের বিষয়ে মতামত চাওয়া হলে সড়ক ও জনপথের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জানান এবছর বেশি বৃষ্টি হয়েছে। বৃষ্টিতে রাস্তা নষ্ট হলে ইট বা খোয়া ফেলা প্রয়োজন। বৃষ্টিতে যখন তখন	আলোচনান্তে ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক বৃষ্টি শেষ হলে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সংস্কারের সিদ্ধান্ত হয়। এছাড়াও কর্পোরেশনের অর্থায়নে প্রকল্পের বাইরের ক্ষতিগ্রস্ত সড়কসমূহ সংস্কার করা হবে।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান প্রকৌশলী চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

Scanned with CamScanner

বিটুমিন দেয়া সম্ভব না। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জানান কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে নগরীর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক সমূহ মেরামতে এসেসমেন্ট করা হচ্ছে। প্রাথমিকভাবে আমরা বেশকিছু সড়ক মেরামতের চেষ্টা করছি। অবশিষ্ট রাস্তা পরবর্তীতে আমাদের চলমান প্রকল্প থেকে সংস্কারের ব্যবস্থা করবো। প্রকল্প বর্হিভুত রাস্তাগুলো নিজস্ব ফান্ড থেকে সংস্কার করা হবে। প্রধান প্রকৌশলী অগ্রাধিকার ভিত্তিতে নগরীর ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক মেরামতের কাজ বাস্তবায়ন করা হবে বলে জানান। এসময় সড়ক ও জনপথের প্রকৌশলী মহোদয় নগরীর গণি বেকারি মোড় থেকে চট্টগ্রাম কলেজ রোড পর্যন্ত ফুটপাতের অবস্থা খুবই খারাপ জানিয়ে অনেক ক্ষেত্রে ভালো টাইলস তুলে ফেলা হচ্ছে বলে সভায় জানান। এসময় কর্পোরেশনের প্রধান প্রকৌশলী জানান টাইলসগুলো দেখতে ভালো মনে হলেও কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে ক্র্যাক হয়েছে। তাই তুলে ফেলা হচ্ছে। কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আগামীতে ফুটপাত টাইলস ও ম্যানহোল স্থাপনের ক্ষেত্রে টাইলস ও ম্যানহোলের ওপর চসিকের নাম লিখার ব্যবস্থা করা যায় কিনা প্রধান প্রকৌশলীর কাছে জানতে চান।		
৮. ডোর টু ডোর বর্জ্য সংগ্রহ ও অপসারণ সংক্রান্ত আলোচনা সভার সভাপতি জানান ডোর টু ডোরের মাধ্যমে গৃহস্থালী বর্জ্য সংগ্রহে একটি নীতিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নীতিমালার আলোকে প্রতি ওয়ার্ডে ভেন্ডরের	আলোচনা শেষে ডোর টু ডোর আবর্জনা সংগ্রহে বাসা প্রতি মাসিক ৭০/-(সত্তুর) টাকা নির্ধারণে সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহীত হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মাধ্যমে আবাসিক বাসগৃহ মালিকের কাছ থেকে গৃহস্থালী আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বাসা প্রতি মাসিক ৭০/-(সত্তুর) টাকা করে ফি নির্ধারণ নিয়ে আলোচনা হয়। নগরীর অনেক স্থানে আবর্জনা সংগ্রহে ১০০/- টাকা করে আদায় করার অভিযোগের বিষয়ে সভাপতি বলেন কোনভাবেই ৭০/- টাকার বেশি ফি আদায় করা যাবে না। যদি এর বেশি নো হয় তাহলে অভিযুক্ত ভেন্ডরের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হবে। প্রয়োজনে তাদের সাথে সম্পাদিত চুক্তি বাতিল করা হবে। তিনি বলেন, আবর্জনা সংগ্রহে ডোর টু ডোরের কাজে নিয়োজিত শ্রমিকরা বাসা বাগি দোকান থেকে বর্জ্য সংগ্রহ করে কর্পোরেশনের এসটিএসে নিয়ে যাবে। কারণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের বাসাবাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের কোন আইন নাই।		
৯ ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া রোধে মশকনিধন কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা : ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া প্রসঙ্গে সভার সভাপতি বলেন গতানুগতিক ধারায় যে প্রিভেন্টিভ মেজারসগুলো আমরা নিয়েছি এর পাশাপাশি নিয়মিত ওষুধ ছিটানো হচ্ছে। সম্প্রতি সিকাগো থেকে মশা মারার জন্য গবেষণামূলকভাবে যে ওষুধ আনা হয়েছে তা দামে বেশি হলেও কার্যকর হবে বলে আশা প্রকাশ করেন। এই ওষুধ কয়েকটি ওয়ার্ডে পরীক্ষামূলকভাবে ছিটানো হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ওষুধটি মশার লার্ভা ধ্বংস করে। এর পাশাপাশি গবেষণামূলক কার্যক্রম হিসেবে চলতি বছর চিকনগুনিয়া	আলোচনান্তে পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম জোরদারের পাশাপাশি ডেঙ্গু চিকনগুনিয়া রোধে মশকনিধন কার্যক্রম চলমান রাখার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মবর্তা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।

কেন বেড়ে গেলো তার অনুসন্ধানে পরীক্ষানিরীক্ষা করা হচ্ছে। সভাপতি ২০২৪ সালে ডেঙ্গু বেড়ে গিয়েছিলো চিকনগুনিয়ার প্রকোপ কমছিল। কিন্তু এই বছর চিকনগুনিয়া বেড়ে ডেঙ্গু কমে যাওয়ার বিষয়টি সভায় অবহিত করে সভাপতি বলেন ডেঙ্গু-চিকনগুনিয়া দুইটায় ভাইরাল ডিজিজ যা এডিশ মশার লার্ভা থেকে হয়। কিন্তু চট্টগ্রাম নগরীর দুটি বেসরকারি সংস্থার গবেষণা থেকে জানা গেলো ডেঙ্গু অলরেডি ইমিউনাইজ এখন চিকনগুনিয়ার প্রকোপ বেড়েছে । এটা হয়তোবা গবেষণা কার্যক্রমের কোন ইন্টাগ্রেটেশন হতে পারে। আবার হয়তোবা কোন কারণ থাকতেও পারে । তিনি এর কারণ আগামী সভায় জানাবেন বলে জানান		
১০.নগরের খাল নালা সড়ক ও ফুটপাত হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম সংক্রান্ত আলোচনা: নগরের খাল নালা সড়ক ও ফুটপাত হতে অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, আমরা নগরীর গুরুত্বপূর্ণ মোড় যেমন আগ্রাবাদ বাণিজ্যিক এলাকা, চকবাজার এলাকা ও চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ এলাকায় অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছি। হকারদের নিয়ম মেনে ব্যবসা পরিচালনা করতে হবে জানিয়ে তিনি বলেন, যত্রতত্র ব্যবসার নামে নগরে যানজট সৃষ্টি করে জনদুর্ভোগ বাড়ানো যাবে না। আমরা হকারদের জন্য নাইট মার্কেট চালুর ব্যবস্থা করবো। এসময় স্বাস্থ্যের বিভাগীয় পরিচালক নগরীর লালখান বাজার	আলোচ্য বিষয়ের সাথে সভায় উপস্থিত সকলে একমত পোষণ করলে নগরীর সড়ক নালা ফুটপাত হতে সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।	১। চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ। ২। স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন। ৩। আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তাগণ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

মোড়ে কিছু দোকানপাট অবৈধভাবে গড়ে উঠেছে বলে সভায় অবহিত করেন। এছাড়াও লালখান বাজার মোড়ে উড়ালসড়কে গাড়ি ইউটার্ণ নেয়ার কারণে দুর্ঘটনা ঘটছে। আগে এই জায়গায় পাহারার কাজে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের গার্ড নিয়োজিত থাকলেও বর্তমানে নাই। ফলে দুর্ঘটনা বন্ধ হচ্ছে না।		
১১. একুশে পদক মনোনয়নের জন্য আবেদন সংক্রান্ত আলোচনা: উল্লেখিত বিষয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করা হলে আলোচকরা একটি তালিকা প্রনয়ণের প্রস্তাব দেন।	আলোচনান্তে পার্শ্বস্থ বিষয়ে সভায় সকলের সম্মতিতে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	১। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
১২. হেলথকার্ড সংক্রান্ত আলোচনা: হেলথকার্ড সংক্রান্ত আলোচনার বিষয়ে সভার সভাপতি শিক্ষার্থীদের কাউন্সিলিং ও তাদের হেলদী হ্যাবিট বা পার্সোনাল হাইজিং এর উপর জোর দেন। তিনি বলেন, শিশুদের পাশাপাশি বাকিদেরও এ বিষয়ে সচেতন করা প্রয়োজন। এ বিবেচনা থেকে সভাপতি হেলথকার্ড ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব করেন।	হেলথকার্ড সংক্রান্ত প্রাথমিকভাবে চসিকের ৪১ টি ওয়ার্ডে সম্প্রসারণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। পরবর্তীতে কর্পোরেশনের ৪৭ টি স্কুল-কলেজের মধ্যে ৪৩ টিতে এ কার্যক্রম চালু করা হবে।	১। প্রধান শিক্ষা কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
১৩. বিবিধ: **ক.** ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রশাসনিক প্রতিবেদন বিষয়ক আলোচনা। **খ. প্যানেল আইন কর্মকর্তা নিয়োগ:** চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের কাজে বিভিন্ন মামলা লড়তে হয়। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের আইন কর্মকর্তা আইন শাখাকে ঢেলে সাজানোর প্রস্তাব জানিয়ে বলেন, বর্তমানে সুপ্রিম কোর্টে চসিকের মামলা পরিচালনার জন্য ১৫ ও	ক. ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের প্রণীত খসড়া প্রশাসনিক প্রতিবেদন চূড়ান্ত অনুমোদন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। খ. আলোচনান্তে অর্থ স্থায়ী কমিটির সভায় অনুমোদনের মাধ্যমে পরবর্তী সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।	১। মাননীয় মেয়র, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ২। প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৩। আইন কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৪। প্রধান হিসাবরক্ষণ কর্মকর্তা, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

Scanned with CamScanner

জজ কোর্টের জন্য ৪০-৪৫ জন এডভোকেট নিয়োজিত আছেন। যা পূর্বের তুলনায় কম।		

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডো. শাহাদাত হোসেন)
সভাপতি ও
মেয়র
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশ

Scanned with CamScanner

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.০৬.০৩১.২৪.১৬৪৮
/০৭/২০২৫ খ্রি.

তারিখ: ১৭.০৯.২০২৫

বিতরণঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২) অতিরিক্ত /যুগ্মকমিশনার, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৩) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ব্যবসস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৪) সদস্য, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৫) সদস্য, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃ পক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৬) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক/উপপরিচালক, স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম জেলা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৭) মহাব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)- সদস্য
৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত সার্কেল-২, সিজিও বিল্ডিং-১ কক্ষ নং-২৯০ ,আগ্রাবাদ, চট্টগ্রাম, সদস্য
৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর- সদস্য
১০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য
১১) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য
১২) পরিচালক,স্বাস্থ্য, চট্টগ্রাম বিভাগ- সদস্য
১৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড- সদস্য
১৪) তত্ত্বাবধায়ক/নির্বাহী প্রকৌশলী, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ- সদস্য
১৫) প্রতিনিধি, ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স- সদস্য
১৬) প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর -সদস্য
১৭) প্রতিনিধি,বন অধিদপ্তর-সদস্য
১৮) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)- সদস্য
১৯) উপ-পরিচালক,প্রাথমিক শিক্ষা-সদস্য
২০) উপপরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা- সদস্য

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
২) বিভাগীয় প্রধান (সকল)..... বিভাগ (তাঁর অধীনস্থ সংশ্লিষ্টদের উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা গ্রহনের অনুরোধসহ)
৩) আইন কর্মকর্তা/এক্সিকউটিভ/স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৪) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল), ... অঞ্চল, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ), প্রকৌশল বিভাগ
৬) জনসংযোগ কর্মকর্তা, সচিবালয় বিভাগ
৭) প্রোগ্রামার, আইটি সেল, সচিবালয় বিভাগ
৮) মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী
৯) লাইব্রেরিয়ান, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরী, লালদিঘী, চট্টগ্রাম

১৪

Scanned with CamScanner

১১) জনাব ....., চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

১২) অফিস কপি

17.09.25

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

Scanned with CamScanner

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
সচিবালয় বিভাগ
সংস্থাপন শাখা
www.ccc.gov.bd

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক গঠিত কমিটির বিশেষ সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	ডাঃ শাহাদাত হোসেন মেয়র চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
তারিখ	:	১৮/০৯/২০২৫খ্রিঃ
সময়	:	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	:	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন সম্মেলন কক্ষ

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে সভার সদস্য সচিব ও চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) সভার কার্যক্রম শুরু করেন। সভাপতি বলেন, প্রতিদিন নগরীতে প্রায় তিন হাজার টন বর্জ্য উৎপাদন হয়। উক্ত বর্জ্যসমূহ ব্যবস্থাপনার জন্য চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের ২ (দুই)টি ল্যান্ডফিল তথা বর্জ্যাগার রয়েছে। চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত মহানগরীর ময়লা আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশনগুলো ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় এবং চট্টগ্রাম শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ময়লা আর্বজনা বেড়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন দু'টি ল্যান্ডফিলে ময়লা আবর্জনা রাখার জায়গা সংকুচিত হওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডস্থ জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজায় প্রায় ৫০ একর জায়গা নিয়ে একটি ল্যান্ড ফিল স্থাপনের জন্য ২০২৩ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তৎসময়ে ভূমি ক্রয়ের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন চাওয়া হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বের তফসিল বর্ণিত ৫০ একর জমি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করা হয়েছিলো। উক্ত তফসিল বর্ণিত দাগের জমি হতে ইতোপূর্বে প্রায় ৯.৫০ একর জমি ক্রয় করা হয়েছে। বাদবাকী জমি ক্রয়ের জন্য উক্ত দাগের মালিকগণের অনীহা ও জটিলতার কারণে পার্শ্ববর্তী একই মৌজার সমতল বাগান, নালা, খাল ও টিলা শ্রেণীর প্রায় ৪০ একর জায়গা সরকারী মৌজা মূল্যে ক্রয়ের জন্য জমির মালিকগণের সাথে চসিকের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জমির মালিকগণ রাজি হওয়ায় এবং জমির কাগজপত্র যাচাইপূর্বক আইন কর্মকর্তার মতামতের প্রেক্ষিতে চসিক উক্ত জমি ক্রয়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

অতঃপর আলোচ্যসূচি অনুযায়ী সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

ক্রম	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের জন্য নতুন ল্যান্ডফিল স্থাপনের লক্ষ্যে ভূমি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমতির তফসিল সংশোধন পূর্বক পুনঃ অনুমোদনঃ চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত মহানগরীর ময়লা আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশনগুলো ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়ায় এবং চট্টগ্রাম শহরের জনসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় সেই সাথে পাল্লা দিয়ে ময়লা আর্বজনা বেড়ে যাওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের পুরাতন দু'টি ল্যান্ডফিলে ময়লা আবর্জনা রাখার জায়গা সংকুচিত হওয়ায় চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ১নং দক্ষিণ পাহাড়তলী ওয়ার্ডস্থ জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী মৌজায় প্রায় ৫০ একর জায়গা নিয়ে একটি ল্যান্ড ফিল স্থাপনের জন্য ২০২৩ সালে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তৎসময়ে ভূমি ক্রয়ের জন্য স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন চাওয়া হয়। মন্ত্রণালয় কর্তৃক পূর্বের তফসিল বর্ণিত ৫০ একর জমি ক্রয়ের প্রশাসনিক অনুমোদন প্রদান করে। উক্ত তফসিল বর্ণিত দাগের জমি হতে ইতোপূর্বে প্রায় ৯.৫০ একর জমি ক্রয় করা হয়। বাদবাকী জমি ক্রয়ের জন্য উক্ত দাগের মালিকগণের অনীহা ও জটিলতার কারণে জমি ক্রয় করা সম্ভব হয়নি। বর্তমানে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ময়লা আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশনগুলো ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়াতে জরুরি ভিত্তিতে পার্শ্ববর্তী একই মৌজার সমতল বাগান, নাল, খিলা ও টিলা শ্রেণীর প্রায় ৪০ একর জায়গা সরকারী মৌজা মূল্যে ক্রয়ের জন্য জমির মালিকগণের সাথে চসিকের আলাপ আলোচনার মাধ্যমে জমির মালিকগণ রাজি হওয়ায় ও আইন কর্মকর্তার মতামত এবং জমির কাগজপত্র যাচাইপূর্বক চসিক উক্ত জমি ক্রয়ের জন্য গত	এ বিষয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনান্তে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ময়লা আবর্জনার ডাম্পিং স্টেশনগুলো ধারণ ক্ষমতার বাইরে চলে যাওয়াতে এবং এখানে প্রতিনিয়ত প্রাণঘাতীসহ বিভিন্ন দূর্ঘটনা ঘটার কারণে জরুরী ভিত্তিতে ল্যান্ডফিল স্থাপনের জন্য জেলা : চট্টগ্রাম, থানা : হাটহাজারী, মৌজা : জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী, আর.এস. খতিয়ান নং- ৯২, ২৪৫, ২৬৪, ৩৯৪, ৪২৩, ৫৫১, ৩৩৬, ৪৭৭, ২৫৬, ৫২৯, ৫২৩, ৫৭৬, ৫৬০, ৩৪৬, ৫৩০, ৪১২, ৪৩, ৪৫, ৫২৮, ৪৪৬/১৬, ৫৪৩, ৩৯৩, ৫০, ৩৩৯, ৫২১, ৪৩৭, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৫১ আর.এস. দাগ নং- ৩৫, ৬, ১২, ৩৪, ৩৬, ১৬৩, ২৩২, ২১, ৩৯২, ১৮৯, ২১৫, ২৩১, ২৯৯, ৩৯৪, ৪০৩, ৪০২, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৫২, ১১৪, ২৩৫, ৩১২, ১৭২, ১৭৩, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ৩৫১, ৩৪৯, ২৯৫, ৩৫০, ২৯৭, ২৯৩, ৫, ৯, ১১, ২৪, ২৮, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৮, ১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১১০, ১২১/৪৪১, ৩০৭, ৩১১, ১৫১, ১৬২, ১৭১, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ১২১, ১৬, ৪৫৪, ২২, ১০৯, ৩১১, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ৩০০, ৩০২, ৩০৪, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১৫০, ১৭৪,	১. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ২. প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা ৩. প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা ৪. প্রধান প্রকৌশলী ৫. এস্টেট অফিসার

Scanned with CamScanner

১৭/০৯/২০২৫ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির ৫ম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পূর্বের তফসিল

জেলা : চট্টগ্রাম, থানা : হাটহাজারী, মৌজা : জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৪৬/১২, আর.এস. দাগ নং-৪০৫, পি.এস. খতিয়ান নং-২৫৪, পি.এস. দাগ নং-১৬৫, ১৫০১ ও ২৬৯, তৎ সামিল বি.এস. খতিয়ান নং-২৬৬ ও ২৬৬/৪, বি.এস. দাগ নং-১৬১, ৫৬৯ ও ৩০০১, জমির পরিমাণ : ৫০ একর।

বর্তমান তফসিল

জেলা : চট্টগ্রাম, থানা : হাটহাজারী, মৌজা : জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী, আর.এস. খতিয়ান নং- ৯২, ২৪৫, ২৬৪, ৩৯৪, ৪২৩, ৫৫১, ৩৩৬, ৪৭৭, ২৫৬, ৫২৯, ৫২৩, ৫৭৬, ৫৬০, ৩৪৬, ৫৩০, ৪১২, ৪৩, ৪৫, ৫২৮, ৪৪৬/১৬, ৫৪৩, ৩৯৩, ৫০, ৩৩৯, ৫২১, ৪৩৭, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৫১

আর.এস. দাগ নং- ৩৫, ৬, ১২, ৩৪, ৩৬, ১৬৩, ২৩২, ২১, ৩৯২, ১৮৯, ২১৫, ২৩১, ২৯৯, ৩৯৪, ৪০৩, ৪০২, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৫২, ১১৪, ২৩৫, ৩১২, ১৭২, ১৭৩, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ৩৫১, ৩৪৯, ৩৫১, ২৯৫, ৩৫০, ২৯৭, ২৯৩, ৫, ৯, ১১, ২৪, ২৮, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৮, ১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১১০, ১২১/৪৪১, ৩০৭, ৩১১, ১৫১, ১৬২, ১৭১, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ১২১, ১৬, ৪৫৪, ২২, ১০৯, ৩১১, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ৩০০, ৩০২, ৩০৪, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১৫০, ১৭৪, ১৭৭, ৩৭৩, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৯, ৩৮৩, ৯৬৪, ৯৬২, ৯০৬, ৬২১, ৫৬৪, ৫৫৯, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৬২, ৫৬১, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৪, ৫৪৫, ৯০৪, ৯০৫, ৬৩১, ৯৬৩/১১৫৪, ১১৫৪, ৯১৭, ৯০৮, ৩৫২, ৬৩১, ৬০৮, ৬২৫, ৬৪৫, ৫১৯, ৬২৭, ৬২৯, ৯০২ ও ৯১৬

বি.এস. খতিয়ান নং-৬৩, ১৪৭, ১৮২, ২৭৮, ২৮০, ৩০৫, ৩০৪, ৮৫, ৮৬, ১৮৩, ৩৬৩, ২১৯, ২৯৯, ২৯৮, ১৫০, ১৮৫, ৭০, ৩২১, ৭৮, ৪২৩, ৩৯, ৩৭৭, ৩৮০, ১৪৩, ১৪৪, ৩৮০, ৩৫৮, ৪১৮, ৩১৪৩, ১৫০, ৩৯

বি.এস. দাগ নং- ৭৬৮, ১০০৬, ১০০৩, ১০০২, ৭৭৪, ১০৫০/১০২৮, ৭৭৪/১১২৯, ৬৮১, ৭৭৩, ১০২৮, ১০৩০, ১০২৭, ৬৮৯, ৬৯০, ১০৭২, ১০০৭, ১০১৭, ১০১১, ১০০৯, ১০৫৬, ১০৮৫, ১০৮৬, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৫৯৩, ৫৯৭, ৫৬২, ৫৬৫, ৯১, ১১০, ৫১০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৯৮, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১৪, ১২৮, ৩২, ২, ৯, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৫, ৫৫, ১০৯, ১১৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৯, ৬০৫, ৩০০৩, ৩০০৪, ৬৪০, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩৬, ৫৩০, ৫১৭, ৫১২, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৮, ১৩০, ১২৯, ৫১১, ৫১৬, ৫০১, ৫১৪, ৫৯৮, ৬৯১, ৭১৫, ৫৯৯, ৬০১, ৬০৩, ৬১৬, ৬০০, ৬০৪, ৫৪৪, ৬১০, ৬১১, ৬১৩ দাগাদির আন্দর জমির পরিমাণ : ৪০ একর।

১৭/০৯/২০২৫ তারিখে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের অর্থ ও সংস্থাপন স্থায়ী কমিটির ৫ম সভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

পূর্বের তফসিল

জেলা : চট্টগ্রাম, থানা : হাটহাজারী, মৌজা : জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী, আর.এস. খতিয়ান নং- ৪৪৬/১২, আর.এস. দাগ নং-৪০৫, পি.এস. খতিয়ান নং-২৫৪, পি.এস. দাগ নং-১৬৫, ১৫০১ ও ২৬৯, তৎ সামিল বি.এস. খতিয়ান নং-২৬৬ ও ২৬৬/৪, বি.এস. দাগ নং-১৬১, ৫৬৯ ও ৩০০১, জমির পরিমাণ : ৫০ একর।

বর্তমান তফসিল

জেলা : চট্টগ্রাম, থানা : হাটহাজারী, মৌজা : জঙ্গল দক্ষিণ পাহাড়তলী, আর.এস. খতিয়ান নং- ৯২, ২৪৫, ২৬৪, ৩৯৪, ৪২৩, ৫৫১, ৩৩৬, ৪৭৭, ২৫৬, ৫২৯, ৫২৩, ৫৭৬, ৫৬০, ৩৪৬, ৫৩০, ৪১২, ৪৩, ৪৫, ৫২৮, ৪৪৬/১৬, ৫৪৩, ৩৯৩, ৫০, ৩৩৯, ৫২১, ৪৩৭, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৫১

আর.এস. দাগ নং- ৩৫, ৬, ১২, ৩৪, ৩৬, ১৬৩, ২৩২, ২১, ৩৯২, ১৮৯, ২১৫, ২৩১, ২৯৯, ৩৯৪, ৪০৩, ৪০২, ৩৭, ৩৯, ৪৬, ৫২, ১১৪, ২৩৫, ৩১২, ১৭২, ১৭৩, ১৮১, ১৮৩, ১৮৪, ৩৫১, ৩৪৯, ৩৫১, ২৯৫, ৩৫০, ২৯৭, ২৯৩, ৫, ৯, ১১, ২৪, ২৮, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১২৮, ১৩৬, ১৪১, ১৪৪, ১১০, ১২১/৪৪১, ৩০৭, ৩১১, ১৫১, ১৬২, ১৭১, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১২, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ১২১, ১৬, ৪৫৪, ২২, ১০৯, ৩১১, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৯০, ৩০০, ৩০২, ৩০৪, ১০৬, ১০৮, ১১৩, ১৫০, ১৭৪, ১৭৭, ৩৭৩, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৯, ৩৮৩, ৯৬৪, ৯৬২, ৯০৬, ৬২১, ৫৬৪, ৫৫৯, ৫৫৮, ৫৬০, ৫৬২, ৫৬১, ৬৩০, ৬৩২, ৬৩৪, ৫৪৫, ৯০৪, ৯০৫, ৬৩১, ৯৬৩/১১৫৪, ১১৫৪, ৯১৭, ৯০৮, ৩৫২, ৬৩১, ৬০৮, ৬২৫, ৬৪৫, ৫১৯, ৬২৭, ৬২৯, ৯০২ ও ৯১৬

বি.এস. খতিয়ান নং-৬৩, ১৪৭, ১৮২, ২৭৮, ২৮০, ৩০৫, ৩০৪, ৮৫, ৮৬, ১৮৩, ৩৬৩, ২১৯, ২৯৯, ২৯৮, ১৫০, ১৮৫, ৭০, ৩২১, ৭৮, ৪২৩, ৩৯, ৩৭৭, ৩৮০, ১৪৩, ১৪৪, ৩৮০, ৩৫৮, ৪১৮, ৩১৪৩, ১৫০, ৩৯

বি.এস. দাগ নং- ৭৬৮, ১০০৬, ১০০৩, ১০০২, ৭৭৪, ১০৫০/১০২৮, ৭৭৪/১১২৯, ৬৮১, ৭৭৩, ১০২৮, ১০৩০, ১০২৭, ৬৮৯, ৬৯০, ১০৭২, ১০০৭, ১০১৭, ১০১১, ১০০৯, ১০৫৬, ১০৮৫, ১০৮৬, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৫৯৩, ৫৯৭, ৫৬২, ৫৬৫, ৯১, ১১০, ৫১০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৯৮, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১৪, ১২৮, ৩২, ২, ৯, ২৯, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪৫, ৫৫, ১০৯, ১১৫, ১৪৮, ১৪৯, ১৫১, ১৫৯, ৬০৫, ৩০০৩, ৩০০৪, ৬৪০, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩৬, ৫৩০, ৫১৭, ৫১২, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৮, ১৩০, ১২৯, ৫১১, ৫১৬, ৫০১, ৫১৪, ৫৯৮, ৬৯১, ৭১৫, ৫৯৯, ৬০১, ৬০৩, ৬১৬, ৬০০, ৬০৪, ৫৪৪, ৬১০, ৬১১, ৬১৩ দাগাদির আন্দর জমির পরিমাণ : ৪০ একর।

ভূমি ক্রয়ের বিষয়ে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

অতঃপর সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(ডা. শাহাদাত হোসেন)
সভাপতি
ও
মেয়র

Scanned with CamScanner

স্মারক নং: ৪৬.১১.১৬০০.০০১.০৬.০৩১.২৪.১৩৮১ তারিখ : ২২/০৯/২০২৫ খ্রি.

বরাবরঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

সচিব, স্থানীয় সরকার বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

১) সদস্য অতিরিক্ত যুগ্মকমিশনার/, চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশ (পুলিশ কমিশনার কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
২) উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালক, চট্টগ্রাম পানি সরবরাহও পয়ঃ নিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ (ব্যবস্থাপনা পরিচালক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৩) সদস্য, চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৪) সদস্য, চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ (চেয়ারম্যান কর্তৃক মনোনীত) - সদস্য
৫) অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক উপপরিচালক/স্থানীয় সরকার, চট্টগ্রাম জেলা (জেলা প্রশাসক কর্তৃক মনোনীত)- সদস্য
৬) মহ্যব্যবস্থাপক, বাংলাদেশ টেলি-কমিউনিকেশন্স কোম্পানী লিমিটেড (বিটিসিএল)- সদস্য
৭) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর- সদস্য
৮) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর- সদস্য
৯) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, জনস্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য
১০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর- সদস্য
১১) পরিচালক,স্বাস্থ্য, চট্টগ্রাম বিভাগ- সদস্য
১২) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, বাংলাদেশ বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড- সদস্য
১৩) তত্ত্বাবধায়ক প্রওকৌশলী/ নির্বাহী প্রকৌশলী/, জাতীয় গৃহায়ন কর্তৃপক্ষ- সদস্য
১৪) প্রতিনিধি , ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স- সদস্য
১৫) প্রতিনিধি, পরিবেশ অধিদপ্তর -সদস্য
১৬) প্রতিনিধি,বন অধিদপ্তর-সদস্য
১৭) প্রতিনিধি, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ(বিআইডব্লিউটিএ)পরিবহন কর্তৃপক্ষ-- সদস্য
১৮) উপ-পরিচালক,প্রাথমিক শিক্ষা-সদস্য
১৯) উপ-পরিচালক,মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা- সদস্য

অনুলিপিঃ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়)

১) সচিব, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
২) বিভাগীয় প্রধান (সকল).....বিভাগ, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৩) আইন কর্মকর্তা/এক্সিকিউটিভ/ স্পেশাল ম্যাজিস্ট্রেট, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
৪) আঞ্চলিক নির্বাহী কর্মকর্তা (সকল).....অঞ্চল.....
৫) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সিভিল/যান্ত্রিক/বিদ্যুৎ), প্রকৌশল বিভাগ
৬) জনসংযোগ কর্মকর্তা, সচিবালয় বিভাগ
৭) প্রোগ্রামার, সচিবালয় বিভাগ
৮) মেয়র মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী
৯) লাইব্রেরিয়ান, সিটি কর্পোরেশন পাবলিক লাইব্রেরি, লালদিঘি, চট্টগ্রাম
১০) নাজির, চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
১১) জনাব ....., চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন
১২) অফিস কপি

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত)
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

Scanned with CamScanner